Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা মোঃ শারাফাত করীম

লেকচারার, আরবি ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিনা আক্তার লুনা

রোলঃ ২১৫০০৫২১

তারিখঃ ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

<u>ত্বত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

হাফেজ মাওলানা মোঃ শারাফাত করীম

লেকচারার, আরবি ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

সামিনা আক্তার লুনা
রোলঃ ২১৫০০৫২১

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিনা আক্তার লুনা রোলঃ ২১৫০০৫২১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>ত্বত্তাবধায়নেঃ</u>

হাফেজ মাওলানা মোঃ শারাফাত করীম

লেকচারার, আরবি ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

নাম
ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

<u>ঘোষণপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাফেজ মাওলানা মোঃ শারাফাত করীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

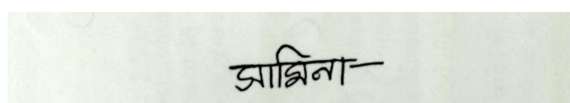

(স্বাক্ষর)

সামিনা আক্তার লুনা

রোলঃ ২১৫০০৫২১
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ
০৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা-- ৬

সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা কী?-- ৬

বাংলাদেশসহ আরব, ইসলামী বিশ্বে রাষ্ট্রসমাজ প্রতিষ্ঠায় সেকুলারিজমের কুফল-------------- ৬

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা: সমাজ ও বাস্তবতার আলোকে-- ১০

বর্তমান শিক্ষার এই দুরাবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় --- ১১

নৈতিকতা গঠনে কুরআনের প্রভাব--- ১২

কুরআনের শিক্ষাগত প্রভাব--- ১৪

আইনি ব্যবস্থা প্রণয়নে কুরআনের প্রভাব--- ১৫

পরিবর্তনশীল সমাজে সাধারণ পাঠ্যপুস্তক এবং কুরআনের মধ্যে তুলনা--------------------- ১৬

উপসংহার--- ১৭

রেফারেন্স--- ১৮

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ• ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ• ٱللَّـٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন মুহাম্মাদ (স.) এবং তার পরিবারবর্গের উপর।

❖ ভুমিকা:

কুরআন ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে সম্মানিত, দীর্ঘকাল ধরে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা এবং ধর্মীয় মতবাদের উৎস হিসাবে স্বীকৃত। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানব ইতিহাসে এক সময় মুসলমানরা মানবিক মূল্যবোধে নেতৃত্ব দিয়েছিল। অন্যান্য সভ্যতা যখন অন্ধকারে বাস করত তখন তারা ছিল জ্ঞানের মশালবাহী। তারা মানব সভ্যতার ভৌত দিক বিকাশ করেছে লাইব্রেরি, হাসপাতাল এবং উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে । আজ,তবে মুসলমানদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয় হয়েছে। প্রথম দিকের মুসলমানরা কুরআন পড়তেন, বুঝতেন এবং এর আদেশের উপর কাজ করেছে; কিন্তু আজ মুসলমানদের অধিকাংশই শুধু কুরআন তিলাওয়াত করে আচারানুষ্ঠান পালনের জন্য, কিন্তু কোন অন্তর্দৃষ্টি বা জ্ঞান অর্জন করে না তা থেকে। এই থিসিসটি মূলত রাষ্ট্রসমাজ গঠনে কুরআনের যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই বেশিরভাগ আলোচনা হয়েছে। আমরা যখন কুরআনের বহুমুখী ভূমিকার খোঁজ শুরু করি, তখন আমরা নৈতিক কাঠামো, শিক্ষাগত দৃষ্টান্ত, আইনি ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক কাঠামোর উপর এর প্রভাবের স্তরগুলি আলোচনা করতে চাই। এই থিসিসটি আরও দাবি করে যে কুরআনের তাৎপর্য শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের মধ্যেই নয় বরং গভীর সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবেও কাজ করে, যা প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক করতে পারে না।

❖ সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা কী?

যে মতবাদটিকে ইংরেজিতে secularism বলা হয় তার আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে বহুলভাবে علماني [‘আলমানি] শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর বাংলায় এর (সত্যের অপলাপকৃত) অনুবাদ করা হয় ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ শব্দ দিয়ে। ইংরেজি অভিধানে secularism শব্দের নিম্নরূপ অর্থ এসেছে: ১. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী ২. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয় ৩. দ্বীনপালনকারী নয়, দুনিয়াবিমুখ নয়। একই অভিধানে secularism শব্দের সংজ্ঞায় এসেছে: “secularism এমন একটি দর্শন, যার বক্তব্য হচ্ছে, চরিত্র-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না”।

❖ বাংলাদেশসহ আরব, ইসলামী বিশ্বে রাষ্ট্রসমাজ প্রতিষ্ঠায় সেকুলারিজমের কুফল:

ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আমরা তার কিছু কুফল বর্ণনা করছি:

১. সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দা'ঈ বা আহ্বানকারীদেরকে তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।

খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।

গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।

ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।

চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লান্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহূদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহূদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে।

এ মতবাদের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই।

তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।

বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।

খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে সেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।

গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

৬. বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করা, যেমন:

ক. ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারণায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা, পক্ষান্তরে যেসব বই-পুস্তকের কারণে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামী ঈমান-আকিদা বিনষ্ট হবে ও শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে, সেগুলো অধিকহারে প্রকাশ ও বিতরণ করা।

খ. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন মিডিয়ায় সুযোগ দেওয়া, যেন তারা দেশের অধিকাংশ মানুষের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করার সুযোগ পায় ও শরীয়তকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়; পক্ষান্তরে যেসব আলেম মানুষের সামনে দ্বীনের হাকিকত তুলে ধরবেন তাদেরকে মিডিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়, অথবা ইসলামিক মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়।

৭. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দা'ঈদের হয়রানী করে বেড়ানো, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করা; সমাজে প্রচার করা যে, তারা রক্ষণশীল, বিবেক প্রতিবন্ধী ও পশ্চাতমুখী; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা পোষণকারী, চরমপন্থি ও উগ্রবাদী, বাস্তবতা বুঝে না, তারা মূল বস্তু ত্যাগ করে খোসা ধরে রাখে ইত্যাদি।

৮. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, যেসব মুসলিম সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আপোষ করে না তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া, অথবা জেলে দেওয়া অথবা হত্যা করা।

৯. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আবশ্যকতা অস্বীকার করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা এবং জিহাদকে একপ্রকার ডাকাতি ও বর্বরতা জ্ঞান করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করা, যেন পৃথিবীর বুকে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত দাপুটে ও শক্তিধর কোনো হুকুমত না থাকে; পক্ষান্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সকল শাখা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে সুন্দর উক্তি হচ্ছে: "মানুষ ও তার উপাস্যের মাঝে ধর্ম বিশেষ এক বন্ধন, যার প্রভাব ইবাদতগৃহের বাইরে ব্যক্তির কথা, কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হবে না"। অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদের অনুমতি তাদের দৃষ্টিতে না-থাকাই স্বাভাবিক।

ধর্মনিরপেক্ষ ও তার অনুসারীদের নিকট সম্পদ ও ভূ-খণ্ড রক্ষা ব্যতীত যুদ্ধ করা বৈধ নয়; দ্বীনের সুরক্ষা, দ্বীন প্রচার ও তার বিজয়ের জন্য জিহাদ করা তাদের নিকট বর্বরতা ও সীমালঙ্ঘনের শামিল, যা সভ্য প্রগতিশীল মানুষের নিকট গ্রাহ্য নয়!!

১০. তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের দাওয়াত দেয়, তার ভিত্তিতে তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের নিকট একতার মানদণ্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, অথবা ভাষা, অথবা ভূ-খণ্ড অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ; ধর্মের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাদের সংবিধানে বৈধ নয়, বরং দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির বড় কারণ। তাদের কেউ এমনও বলেছে: "রক্তাক্ত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পরকালীন জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদার কথিত ধর্ম বা দ্বীন শান্তিকে ধ্বংস করেছে"।

আমরা এখানে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জন্ম দেওয়া মুসলিম দেশে বিদ্যমান কয়েকটি কুফল উল্লেখ করলাম, বস্তুত তার কুফল আরো অধিক, আরো ব্যাপক।

কেউ দৃষ্টি দিলে এ সকল কুফল অথবা তার বেশিরভাগ কুফল অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনুভব করবে বা স্বচক্ষে দেখবে। আরো দেখবে যে, মুসলিম দেশের গভীর পর্যন্ত এ সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীয় শিকড় শক্তিশালী করেছে।

একজন মুসলিম তার ডানে-বামে মুসলিম অধ্যুষিত যে কোনো দেশের দিকে তাকালে খুব সহজে, বিনা কষ্টে ও অনায়াসে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার এক বা একাধিক কুফল দেখতে পাবে, বরং তার বিবিধ কুফল থেকে মুক্ত কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

- ❖ **<u>প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা : সমাজ ও বাস্তবতার আলোকে:</u>**

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল রূপরেখাটি কাঠামোগতভাবে ইংরেজদের মাধ্যমে গঠিত, যা তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে করা হয়েছিল। ফলে স্বভাবতই এ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিষয়টি পুরোপুরি অবহেলিত। এ শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল জাগতিক বিষয়াবলির উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে একজন শিক্ষার্থী ধর্মীয় শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ পায় না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের মূল বিষয় থেকেও সে থাকে অজ্ঞ। ইসলামের হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণাও তার লাভ হয় না। সে শুধু পাঠ্যপুস্তক থেকে বৈষয়িক কিছু বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্য, জীবিকা উপার্জনের উপায়-অবলম্বনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু জ্ঞানই সে লাভ করে। ইসলামী মূল্যবোধ তার মাঝে সৃষ্টি হয় না। আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাতের জবাবদিহিতা, জাহান্নামের ভয় তার অন্তরে সৃষ্টি হয় না। ফলে সে দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র জীবন মনে করে। ভোগ-বিলাসিতা ও উপভোগের জন্য কর্মজীবনে বৈধ-অবৈধ বাছবিচার না করে অর্থ উপার্জনে মেতে উঠে। কাজে ফাঁকি দেওয়া, দায়িত্বে অবহেলা, অনিয়ম-দুর্নীতিসহ নানা ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, কলকারখানা, হাসপাতাল, ওয়াসা, ডেসকো, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, পোস্ট অফিস, রেজিস্ট্রি অফিসসহ সকল প্রকার সেবাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতি সকল পর্যায়ে উন্নতির পথে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুর্নীতি। আর তা এতই ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের প্রথম সারির একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে হিসেবে পরিচিত। এসব ছাড়াও খুন-সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ নানা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে দেশ ছেয়ে গেছে। ফলে দেশবাসীর জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

মূলত কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে শুধু পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষায় শিক্ষিতরা আজ শুধু নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার নয়; বরং তাদের চারিত্রিক স্খলনও ঘটছে। ধর্ষণ, ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও নগ্নতায় সমাজ-জীবন দূষিত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও আজ আর নিরাপদ থাকেনি শিক্ষিত দুশ্চরিত্রদের হাত থেকে। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, আসা-যাওয়ার পথে সহপাঠি কিংবা বখাটেদের ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদি আজ আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

মেয়েদের শিক্ষা-উচ্চ শিক্ষা নিয়ে অভিভাবকরা আজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। অনেক ক্ষেত্রে তারা মেয়েদের শিক্ষাই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তরুণ শিক্ষার্থীরা কুরআনের শিক্ষা ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে না পারায় এবং তাদের মন-মানস সেভাবে গড়ে না ওঠায় উঠতি বয়সে তারা নানা রকম অশ্লীলতা ও নগ্নতায় জড়িয়ে পড়ছে। তথ্য-প্রযুক্তির শিক্ষা লাভ করে তার অপব্যবহারে মেতে উঠছে। মোবাইল ইন্টারনেট, অরক্ষিত সাইবার ক্যাফে ও ফুটপাতের সস্তা পর্ণো ভিসিডির সুবাদে তাদের চারিত্রিক অধঃপতন কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছুচ্ছে তা সচেতন নাগরিকদের কাছে অবিদিত নয়। এসব কিছুর প্রধান কারণ হল, ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনায় উজ্জীবিত না হয়ে শুধু বৈষয়িক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহ-আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করা। যারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, যারা ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী, যারা ধর্মীয় বিধি-বিধান ও অনুশাসন মেনে চলে তারা নিজেরা কখনো দুর্নীতি ও কোনো প্রকার অনৈতিক কিংবা অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হয় না। এমনকি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানেও তারা সৎ ও ধার্মিকরূপেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

- **<u>বর্তমান শিক্ষার এই দুরাবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়:</u>**

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হল প্রতিটি নাগরিককে একজন আদর্শ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। এজন্য প্রয়োজন কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপক চর্চা ও প্রসার। সকল মুসলিমের হৃদয়ে ইসলামের আদর্শ ও চেতনা জাগ্রত করা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী করে তোলা অপরিহার্য। ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, হারাম-হালালের বিধান, ইবাদাত, সামাজিক শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে সকলের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। আর এজন্য অপরিহার্য হল একটি বাস্তবমুখী, আদর্শ ও কুরআনীয় শিক্ষাব্যবস্থা।

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপায়ন করা গেলে সার্বিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। কেননা, এ স্তরের প্রধান অংশ হল শিশু, যার কচি হৃদয় ও মস্তিষ্ক থাকে সকল পঙ্কিলতামুক্ত। যার মানসপটে যেকোনো বিষয় খুব সহজে রেখাপাত করে। ফলে শৈশব থেকেই মুসলিম শিশুর মানসপটে যদি আল্লাহর পরিচয় ও মাহাত্ম্য ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ-আখলাকের ছবি অঙ্কন করে দেওয়া যায় এবং তার কচি মনে ঈমানী চেতনা ও মূল্যবোধের বীজ বপন করা যায় তাহলে তা তাদের অন-রে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। এরপর যখন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করবে তখন এ বিষয়টি তাদের অন্তরে আরো দৃঢ় ও বদ্ধমূল হবে। পরিণত বয়সে এই ঈমানী চেতনা তাদেরকে রক্ষা করবে দুর্নীতি ও অনিয়ম থেকে। অনৈতিকতা ও অসামাজিকতার দ্বারা সমাজ-জীবন কলুষিত হবে না। মোটকথা, বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন একটি ধর্মীয় প্রেরণাধর্মী ও আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা। যে ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধকে প্রধান রেখে অন্যান্য জাগতিক ও বৈষয়িক বিষয়ের পাশাপাশি তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হবে।

❖ <u>নৈতিকতা গঠনে কুরআনের প্রভাব:</u>

কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা এবং নৈতিক রূপান্তরের বিধান। কুরআন নৈতিক আচরণের নীতির রূপরেখা দেয়। এটি এমন একটি আদর্শ যার দ্বারা আচরণের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিচার করা যায় যা ভাল বা খারাপ হিসাবে আলাদা করা হয়। কুরআন মানুষকে আহ্বান করে ভাল কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধের দিকে। এটি বিভিন্ন দায়িত্ব, অধিকার এবং সম্পর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে যেমন বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ক; বান্দা এবং তার নিজের মধ্যে সম্পর্ক; বান্দা এবং তার সহকর্মী মানুষের মধ্যে সম্পর্ক; এবং বান্দা এবং আল্লাহর বাকি সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক (প্রাণী এবং পরিবেশ)। কুরআন মানুষকে দয়া শেখায়, সম্মান এবং যত্ন, ধৈর্য এবং অবিচলতা, একজনের প্রতিশ্রুতি পূরণ, সত্যবাদিতা, নম্রতা, বিনয়, উদারতা, সততা, ন্যায়বিচার, সংযম, সমতা, পিতামাতার প্রতি আনুগত্য এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব ইত্যাদি শেখায়। এগুলো হল নৈতিক মূল্যবোধ, যা কুরআন মানব সভ্যতা সৃষ্টির সূচনা লগ্ন হতে সর্বদা গঠন করেছে যা একটি সুস্থ মানব সমাজের ভিত্তি। উপরন্তু, কুরআন নিষ্ঠুরতা থেকে আত্মাকে শুদ্ধ করার পরামর্শ দেয়, এবং এটা নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা এবং লোভ, হিংসা এবং ঈর্ষা থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি করার পরামর্শ দেয়। এগুলি এমন খারাপ কাজ যা অনেকের পতনের জন্য অবধারিত।

কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির চরিত্র সংস্কার করা এবং এটি মানুষের চরিত্রকে নতুন আকারে পুনর্গঠন করে যা আল্লাহর কাছে প্রিয়। চরিত্রের সংস্কার আল্লাহর নৈকট্য লাভের পূর্বশর্ত এবং সাফল্য অর্জনের আবশ্যক শর্ত।

এভাবে, চরিত্র সংস্কার ছিল রাসুল (সা.) এর অন্যতম কাজ। কোরান চরিত্র সংস্কারের উপর অনেক জোর দিয়েছে এবং এটি তার বিভিন্ন উপায় প্রদান করে। এগুলো হলো সালাত, যাকাত, সওম ও হজ। সালাত হলো ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ স্তম্ভ যা একজন ব্যক্তিকে লজ্জাজনক এবং অন্যায় কাজ হতে বাধা দেয়। অন্য কথায়, এটা হল আত্মার রোগের নিরাময়। আল্লাহ বলেন,

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

"তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর।" (কুরআন ২৯:৪৫)।

- নামাজ ঐক্যের প্রচার করে এবং বর্ণবাদ এবং পৃথকীকরণ দূর করে সমাজ থেকে। এগুলো এমন সাধারণ এবং প্রাচীন রোগ যা প্রায় প্রতিটি সমাজে পাওয়া যায়। এছাড়াও যখন একজন মুসলমান তার জীবনে অসুবিধা ও সংকটের মুখোমুখি হয় তিনি সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এভাবে সালাত বিশ্বাসীদের জন্য সান্ত্বনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস্য হিসেবে বিবেচিত হয়।
- যাকাত ইসলামের মৌলিক ৫টি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি ফরয ইবাদত। নামাজ রোজার এবং হজ্বের মতোই যাকাত ও একটি ফরয ইবাদত। নির্ধারিত নিসাবের মালিক ধনী মুসলিমের

উপর যাকাত আদায়ের বিধান আবশ্যকীয়। পবিত্র কোরআনুল কারীমের ৩২ জায়গায় যাকাতের আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তার মধ্যে নামাজ কায়েমের পরই যাকাত আদায় প্রসঙ্গে নির্দেশ এসেছে ২৮ জায়গায়। অর্থাৎ নামাজের মতো করেই পবিত্র কোরআনুল কারিমে যাকাতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।' (সুরা বাকারা, আয়াত ৪৩) অন্য অয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে।(সুরা মায়েদা, আয়াত ৫৫)। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছর শেষে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অংশ গরীব মুসলিমকে প্রদান করতে হয়।এই যাকাতকে দানের সাথে ভাবা যাবে না বরং এটা ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার। যাকাত মানে পবিত্রতা, শুদ্ধি ও বৃদ্ধি পাওয়া । যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়। সম্পদে বরকত বৃদ্ধি পায়। শারীরিক ইবাদতের মধ্যে যেমন নামায শ্রেষ্ঠ তেমনি আর্থিক ইবাদতের মধ্য যাকাত সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ। ধনী গরীবের সমতা আনতে ইসলামে এই যাকাতের সুন্দর বিধান প্রদান করা হয়েছে।সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সকল সম্পদ যাতে আটকে না থাকে। সমাজের সকল মানুষের মধ্যে একটা সমতা যাতে আসে।তার জন্য যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম।

- সাওমের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে সংযম। মূলত সংযম ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সাওমের প্রচলন ছিল। ইসলামী শরী'আতে ফরযকৃত সাওম সেই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। তাই প্রতিটি মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো সাওমের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ব্রতী হওয়া। আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমযান মাস হলো ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এ মাসেই আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যাতে রমযান পরবর্তী সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে, কথায় কাজে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই সাওম। সাওমের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন,
- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]
- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩] (لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ) যাতে তোমরা তাকওয়াবান হও। এখানেই সমাজ গঠনে সাওমের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাকওয়ার ভিত্তির ওপর যে সমাজ গঠিত হবে সেখানে থাকবে না কোনো হিংসা বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, দুর্নীতি ও রাহাজানি। সাওমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল প্রকার নাফরমানী কাজ থেকে দূরে থাকার নামই তাকওয়া। মানুষের মনের গোপন কোণে যে কামনা-বাসনা আছে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কেও জ্ঞাত। আল্লাহর কাছে বান্দার মান-মর্যাদা নির্ধারণের একমাত্র উপায় তাকওয়া। এ তাকওয়াই মানুষের মনে সৎ মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি করে। সুতরাং যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে ভালো কাজ করতে পারলেই সাওম পালন সফল ও সার্থক হবে। এভাবে সাওম পালনের মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ দ্বারা নিজেদের একজন সৎ,

আল্লাহভীরু নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থেকে হবে। সাওম মানুষের ভেতর ও বাহির -দুই দিকের সংশোধন করে। মানুষের ভেতরের অবস্থা পরিবর্তন করা অর্থাৎ আলোকিত করা এবং তার স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ সংশোধনপূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলা সাওমের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাওম মানুষকে পার্থিব লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়।

- ইসলামি ইবাদতসমূহের মধ্যে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। এক হাদিস অনুযায়ী হজ্জকে বরং সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে। তবে হজ্জের এ গুরুত্ব বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠান থেকে বেশি সম্পর্কযুক্ত হজ্জের রুহ বা হাকীকতের সাথে। পরিশেষে, হজ, ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ, শিক্ষা দেয় মুসলমানদের বেশিরভাগ সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পালন করা, সদয় এবং উদার হওয়া এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ, ধৈর্যশীল এবং সহনশীল হওয়ার (কুরআন ২:১৯৭)। প্রাচীনকাল থেকেই অসহিষ্ণুতা একটি সামাজিক সমস্যা ইতিহাস এটি এবং এর মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ জাতির মধ্যে।

উপোরক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি কুরআন আমাদের কিভাবে নৈতিকতার শিক্ষা দেয় পরিপূর্ণ ভাবে।

❖ <u>কুরআনের শিক্ষাগত প্রভাব:</u>

কুরআন একটি ধর্মীয়গ্রন্থ হিসেবে প্রসারিত হলেও বৃহত্তর ভাবে এটি শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণকেও প্রভাবিত করে। কুরআন জীবনের একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা হিসাবে পরিবেশিত হলেও, এটি জ্ঞানের অন্বেষণ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, প্রতিফলন এবং শেখার জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতির দিকে উৎসাহ প্রদান করে।

কুরআন নৈতিক ও নৈতিকতার নীতিসমূহ প্রদান করে যা মানুষের চরিত্র বিকাশের ভিত্তি তৈরি করে। বিভিন্ন সৎ গুণাবলী, সমবেদনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মতো বিষয়গুলো কুরআনের শিক্ষা থেকে পাওয়া যায় যা একটি বৃহত্তর শিক্ষাকাঠামোয় অবদান রাখে। কুরআন নৈতিক এবং নৈতিকতার মাত্রাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে সমগ্র শিক্ষাব্যস্থায় যা প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক করতে পারে না।

ঐতিহাসিকভাবে, কুরআনের নীতির দ্বারা পরিচালিত দেশগুলি শিক্ষার প্রাণবন্ত কেন্দ্র স্থাপন করেছে এবং বিজ্ঞান ও গণিত থেকে শুরু করে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত শাখাগুলিকে প্রভাবিত করেছে। জ্ঞান অন্বেষণের উপর কুরআনের জোর মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল এবং উদ্ভাবনের দিকেও উৎসাহিত করেছে, ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন সভ্যতায় শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ তৈরি করেছে।

অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ইসলামিক দেশে, কুরআন অধ্যয়নকে একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে, যার লক্ষ্য শুধুমাত্র একাডেমিক জ্ঞানই নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধও জাগানো।

আর এভাবেই কুরআন এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই গতিশীল মিথস্ক্রিয়া বৃহত্তর সমাজে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখে।

- ❖ **<u>আইনি ব্যবস্থা প্রণয়নে কুরআনের প্রভাব:</u>**

ইসলামী আইন মেনে চলা সমাজে আইনি ব্যবস্থা গঠনে কুরআনের নীতিগুলি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, যা সাধারণত শরিয়া নামে পরিচিত। কুরআন ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে, ব্যক্তি ও সাম্প্রদায়িক জীবনের নৈতিক ও আইনগত মাত্রার জন্য নির্দেশনার একটি ভিত্তি উৎস প্রদান করে। কুরআনের নীতিগুলি কীভাবে আইনি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে তার মূল দিকগুলি এখানে রয়েছে:

১.আইনের ঐশ্বরিক উৎস:

কোরানকে আল্লাহর প্রত্যক্ষ ও অপরিবর্তনীয় বাণী হিসেবে গণ্য করা হয়। কুরআনের নীতির মূলে থাকা আইনি ব্যবস্থা কোরানকে আইনের প্রাথমিক উৎস হিসাবে বিবেচনা করে, যা নৈতিক আচরণ এবং শাসনের জন্য একটি ঐশ্বরিক ভিত্তি প্রদান করে

২. ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা:

কোরান ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার নীতির উপর জোর দেয়। আইনি ব্যবস্থা সমস্ত ব্যক্তির জন্য ন্যায়সঙ্গত আচরণের প্রচার করে।

৩. নৈতিক আচরণ এবং নৈতিকতা:

সততা, এবং সৎ আচরণের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করে ইসলামিক নৈতিকতার সাথে সারিবদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা যায় কুরআনের মাধ্যমে।

৪. আইনের দৃষ্টিতে সমতা:

কোরান আইনের সামনে সাম্যের ধারণার ওপর জোর দিয়েছে। কুরআনের নীতি দ্বারা প্রভাবিত আইনি ব্যবস্থা সকল ব্যক্তির সাথে সমান আচরণ করার চেষ্টা করে, আইনের অধীনে প্রত্যেকের সমান অধিকার এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

৫. পারিবারিক আইন এবং ব্যক্তিগত অবস্থা:

কুরআনের নীতিগুলি বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকার সহ পারিবারিক আইনকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কুরআনের নির্দেশনা থেকে প্রনীত আইন পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে স্থিতিশীলতা এবং ন্যায়বিচারকে বজায় রাখে।

৬. চুক্তি এবং বাণিজ্যিক লেনদেন:

কুরআনের নীতিগুলি চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে। ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং নৈতিক আচরণ নিশ্চিত করতে কুরআনি আইনি ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং পুনর্বাসন:

কুরআনের নীতিগুলি ন্যায়বিচার, করুণা এবং পুনর্বাসনের উপর জোর দিয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পদ্ধতির নির্দেশনা দেয়।

৮. সমাজ কল্যাণ:

কোরান সমাজকল্যাণ পক্ষে কথা বলে। কুরআনের আইনি ব্যবস্থা সম্প্রদায়ের কল্যাণের বোধ জাগিয়ে তোলে।

৯. গতিশীল ব্যাখ্যা (ইজতিহাদ):

আইনী পণ্ডিতরা সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে কুরআনের নীতিগুলি প্রয়োগ করার জন্য গতিশীল ব্যাখ্যায় (ইজতিহাদ) নিযুক্ত হন।

মোটকথা, কুরআনের নীতিগুলি নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে যা ইসলামী সমাজে আইনী ব্যবস্থা প্রণয়ন, শরিয়া আইনের কাঠামোর মধ্যে ন্যায়বিচার, সমতা এবং নৈতিক আচরণকে উৎসাহিত করে।

❖ <u>পরিবর্তনশীল সমাজে সাধারণ পাঠ্যপুস্তক এবং কুরআনের মধ্যে তুলনা:</u>

১. গুরুত্ব প্রদান:

সাধারণ পাঠ্যপুস্তক: নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান, গণিত এবং ইতিহাসের মতো একাডেমিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করে।

কুরআন: ব্যক্তি এবং সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করার জন্য নৈতিক চরিত্র, নৈতিক আচরণ এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ গঠনে কাজ করে।

২. অভিযোজনযোগ্যতা:

সাধারণ পাঠ্যপুস্তক: নতুন তথ্য এবং পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে আপডেট হয়।

কুরআন: অপরিবর্তনীয়, সামাজিক পরিবর্তন নির্বিশেষে স্থায়ী নির্দেশনা প্রদান করে।

৩. নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায়:

সাধারণ পাঠ্যপুস্তক: প্রাথমিকভাবে বাস্তব তথ্যের উপর গুরুত্ব দেয় যার ফলে নৈতিক মূল্যবোধের উপর স্পষ্টভাবে জোর নাও দিতে পারে।

কুরআন: ন্যায়বিচার, সমবেদনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মতো মূল্যবোধের প্রচার করে একটি ধারাবাহিক নৈতিকতার ভিত্তি প্রদান করে।

৪. সমাজের উপর প্রভাব:

সাধারণ পাঠ্যপুস্তক: জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে অবদান রাখে; সামাজিক প্রভাব পরোক্ষ হতে পারে।

কুরআন: নৈতিক দিকনির্দেশনা এবং নৈতিক নীতির মাধ্যমে সরাসরি ব্যক্তিদের এবং সমগ্র সমাজকে গঠন করাই লক্ষ্য।

সারকথায়, যদিও সাধারণ পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রাথমিকভাবে একাডেমিক জ্ঞানের উপর ফোকাস করে, কোরান ব্যক্তিদের নৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে, যার ফলে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখে।

- **<u>উপসংহার:</u>**

এটা স্পষ্ট যে কোরআন নাজিল হয়েছে ব্যক্তিকে পরিবর্তন করার জন্য এবং সমাজ অন্ধকার থেকে তাদের উদ্ধার এবং নেতৃত্ব তাদের আলোর দিকে। যাইহোক, এটি নোট করা গুরুত্বপূর্ণ এর দ্বারা একজনের জীবনের কার্যকর রূপান্তর কুরআনে দুটি জিনিসের প্রয়োজন, যথা; কুরআন বোঝা এবং এর বাণীর উপর আমল করা। কোরানের সঠিক উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন: প্রথমত, অর্থ বোঝার উপর গুরুত্ব দেওয়া। যদিও পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে জ্ঞান অর্জন এবং দক্ষতা বিকাশে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে, কিন্তু তাদের প্রভাব একটি সমাজের বিস্তৃত নীতি গঠনে আরও পরোক্ষ হতে থাকে। অন্যদিকে, কোরান ইসলামে একটি ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ হিসাবে সম্মানিত, একটি সামগ্রিক কাঠামো প্রদান করে যা নৈতিক আচরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শাসনকে প্রভাবিত করার জন্য পৃথক বিশ্বাসের বাইরে প্রসারিত করে। এর নীতিগুলি একটি নৈতিক মানদণ্ড প্রদান করে যা ব্যক্তি এবং সমাজকে ন্যায়বিচার, সমবেদনা এবং সমতার মতো গুণাবলীর দিকে পরিচালিত করে। কোরআনের শিক্ষার লক্ষ্য নিরবধি মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত মানব জীবনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উভয় দিককে সম্বোধন করে একটি সুসংগত ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ে তোলা।

<u>রেফারেন্স:</u>

- Sulaiman, K. U. (2014). The Role of Qur'an in the Transformation of Human Society. Revelation and Science, 4(1).
- আরব ও ইসলামী বিশ্বে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল | ধর্মনিরপেক্ষতা ও তার কুফল

  https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=123&section=1596
- https://www.alkawsar.com/bn/article/30/
- সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা
  - https://www.deltatimes24.com/details.php?id=58096
- সাওমের তাৎপর্য
  - https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10826
- হজ্জের তাৎপর্য
  - https://www.hadithbd.com/books/link/?id=931